শ্রী সুজাতা মুভীজ -এর

দক্ষযজ্ঞ

আংশিক রঙীন

এ বি কাহালী নিবেদিত

দক্ষযজ্ঞ

প্রযোজনা ও সুরারোপ

রমেশ নাইডু

পরিচালনা	গীত	সংলাপ
যুগল-মিত্র	**শ্যামল গুপ্ত**	**অরুণ রায়**

সম্পাদনা : **কে, পি, কৃষ্ণান ও যুগল-মিত্র**

শব্দ গ্রহণ (সংলাপ) : **বলরাম বারুই** (টেকসিয়ান স্টুডিও)

সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : **স্বামীনাথন** (বিজয়া গার্ডেনস, মাদ্রাজ)

চিত্র গ্রহণ : **লক্ষ্মণ গোরে** ।। রঙ্গীন চিত্র গ্রহণ : **জে, সত্যনারায়ণ**

শিল্প নির্দ্দেশনা : **অনন্ত রাম** ।। রূপসজ্জা : **কৃষ্ণা**

নৃত্য নির্দ্দেশনা : **বেণুগোপাল**

স্পেশাল এফেক্ট : **মদন মোহন** (প্রসাদ প্রোডাকসন্ প্রাঃ লিঃ বম্বে)

সহকারী

পরিচালনা : অতনু রায় ।। সঙ্গীত : ওয়াই, এন, শর্মা, সন্তোষ গাঙ্গুলী

চিত্র গ্রহণ : রেড্ডী ।। শব্দ গ্রহণ : প্রভাত বর্মণ, কনক দাস, মিত্রবাবু

প্রচার : **ধীরেন মল্লিক**

প্রচার অঙ্কন : বুদ্ধদেব মুখার্জী

চিত্র গ্রহণ : টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও (কলিঃ) প্রসাদ স্টুডিও এবং
বাহানী স্টুডিও (মাদ্রাজ)

পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (কলিঃ) বিজয়া ল্যাবরেটরীজ (মাদ্রাজ)

রঙ্গীন চিত্র : ফিল্ম সেন্টার (বম্বে)

পরিবেশক : **বালাজী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স** ৯, ক্রুকেড লেন, কলকাতা-১

কাহিনী

আদিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রজাপতি,
পৃথিবীতে রাখিলেন নিজ প্রতিনিধি ॥
প্রজাপতি লোকের সে শাসনের ভার,
অর্পিত হল সন্তান দক্ষের উপর ॥

* * *

দক্ষঘরে আদিশক্তি নিলেন জনম
দাক্ষায়ণী নাম তাঁর রূপে অনুপম ॥
তাঁরি নাম সতী দেবী অপূর্ব মুরতি
শৈশব হতে তিনি অপার ভক্তিমতি ।

* * *

সাতাশ নক্ষত্র সেই দক্ষের দুহিতা,
শশীসনে তাঁরা সবে হন পরিণীতা ॥
বিবাহেতে ত্রিমূর্ত্তির হল আগমন,
সেই স্থলে শিব সতী হল দরশন ॥

* * *

চন্দ্র দেবে শাপ দেন দক্ষ প্রজাপতি,
দোষ তাঁর পক্ষপাত রোহিনীর প্রতি ॥
চন্দ্র তরে দক্ষ শিবে কলহ হইল
বিষ্ণু আসি চন্দ্র ভাগে বিচার করিল ॥

* * †

দাক্ষায়ণী সতীদেবী স্বয়ম্বর কালে
বরমাল্য অর্পিলেন মহাদেব গলে ॥
দ্বারীরূপী মহাদেব স্বমূর্ত্তি ধরিয়া
কৈলাসে গেলেন চলি সতীরে লইয়া ॥

... ...

সূত্রযজ্ঞে দক্ষ শিবে কুকথা বলিল
শিবহীন যজ্ঞতরে বাসনা ঘোষিল ॥
অশিব প্রতিজ্ঞা হতে পিতারে রক্ষিতে
পিতৃগৃহে সতীদেবী গেলেন ত্বরিতে ।।

... ...

এরপরে ঘটিল যে কত অঘটন
ছায়াচিত্রে ভক্তিচিত্তে কর দরশম ॥

গান

সতীর গান

১

গীত ঃ অরুণ রায়

হে মায়াময় দেব জাগালে আমায়,
হে ভক্ত মন্দার সদাশিব,
দেখা মোরে দাও অরণি আভায় ॥
অমিত দাতা অন্তরো মেলিয়ে
তোমার পূজায় মগ্ন রবো
অধীনার এ শুধু প্রাণের আশা
দেবে আমায় পায়ের ছোঁয়া
তৃষিতা এ হিয়া দীপেরো সনে
জালিয়া দিলেগো দীনদয়াল
আকুলা এই জ্ঞানহীনা
দরিশনে মিটিছেনা চাওয়া ॥

২

সমবেত— এই চাঁদিনী দোলানো-নিতি চঞ্চল স্বপ্ন মোর,
মরি মরি বোঝাবো কেমনে—ও সখি কেমনে ॥

রোহিণী— ও প্রিয় মিলনে মধুতে ভরে যে হিয়া,
রাঙ্গা হাসি পারিজাতের বন শোভায় দুলিয়া ॥

চন্দ্র— এ ভরা যৌবন প্রিয়া আমার মন চায়,
ছুঁয়ে আজ প্রাণে অনুরাগে দুলে যায় ॥
অধর সুধা লাগি জাগি আমি,
মন্দার বনছায়া কাছে ডাকে ॥

রোহিণী— অধরে ছলকায়ে সুধা আমার,
কাছে এসে পিয়াসীগো নাও তারে ॥

চন্দ্র— মিলনেরই কি গীতি জানিগো,

রোহিনী— জানেনা প্রিয়াগো কি মায়া ছোঁয়ালো

চন্দ্র—রোহিণী— এই রাত দোঁহারে দেখে ॥

চন্দ্র— এই মন তিয়াসী তাই ভালবাসাতে,
হয়েছে সুখী আজি প্রিয়পাশে এসে ।।

রোহিণী— আজিকে ভরে গেছে কোন মধু প্রাণে যে
কাছে থেকে প্রিয়ে তারে জাগি রাতি ।।

চন্দ্র ও রোহিণী— এই চাঁদিনী দেখানো নিতি চঞ্চল স্বপ্ন মোর,
মরি মরি বোঝাবো কেমনে বুঝিনা কেমনে ।।

৩

রোহিণী— যামিনী ওগো ও যামিনী পুলকে যে হেসে
দোলায়ে গোপনে, মধুমাসে কেনগো ভোলালে
মনমাতালে হে মনোমোহিনী ।।

চন্দ্র— সে জানে নিরালায় হে কান্তা আমার,
অপরূপ এ রূপে কাহারে পাবে ।।

রোহিণী— মরমে লাজে যে মম রাজে,
মন চায়না সে বীণা আর যে ।।

চন্দ্র প্রিয়াগো তোমারইতো এ হিয়া

রোহিনী কিসেগো উজালা জানি জানি সেতো
অভিসার বাসনায় পিয়াসী যে প্রিয় ।।

চন্দ্র মিটাবে সে বঁধুয়ার তৃষ্ণা,
ভালবাসা সৌরভ মধু ।।

রোহিণী বিকশিত কলিকারে কে নিল ।।

চন্দ্র ও রোহিণী যামিনী ওগো ও যামিনী পুলকে যে হেসে,
দোলায়ে গোপনে মধুমাসে কেনগো ভোলালে,
মন মাতালে হে মন মোহিনী ।।

৪

হে মহেশ দেব দেব !
প্রেম বিভোলা মাগে যে,
নয়ন-ধারে সৌম্যকান্তি সারা বেলা পূজিয়ে ।।
কি আর দেবো দিনুগো আঁখিজল,
নিজগুণে কৃপা কর ।।
এসগো নাথ
পরাধীনার
জীবনেরই চাওয়া এই শুধু ।
আর্ত তারণ আশা পুরায়ে দেবে না কি ঠাঁই পায়েতে ।
দীনহীনা এ বিপন্নার এ ব্যথাভার ঘুচাবে কি ।।
মরণ আমায় ডাকে যে শই
ভালবেসে হে সুরেশ ।

৫

রমণীয় লীলা ময়
কান্ত যে ডেকেছে নানারূপ রাগে
অবিরাম মাগেযে সঙ্গ মোর ।।

কি মায়া মোহে ফোটাতে কলি,
ধীরে যে অলি এসে,
যে গীতালী গাহে ।।
এ রাঙ্গা চিত্তে যে সম্মোহিতা সুর,
ছন্দে হলে যাবে ।।
যে প্রেমে ভরানো হিয়া মুগ্ধা অবশা
সেও বুঝি বিকশিছে আনন্দে আকুলা
সে হিয়া দিনু পায়ে রাখিয়া এবার
হে প্রভু পরম সেবায় ।।

৬

গীত ঃ অরুণ রায়

শবারুঢ়া মহাভীমা মুক্তকেশী লোলজিহ্বা
উর্দ্ধদিশ প্রহরিণী কালীরূপিণী নমস্তুতে ।।
শ্যামবর্ণা ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা শক্তি দায়িণী
পূর্বদিশ প্রহরিণী তারা রূপিণী নমস্তুতে ।।
সূর্য্য মণ্ডল ভাসা চতুর্বাহু ত্রিলোচনা
ঈশান দিশ প্রহরিণী ষোড়শী রূপিণী নমস্তুতে ।
শ্যামাঙ্গী শশীশেখরা রক্ত পদ্ম ধারিণী
উত্তর দিশ প্রহরিণী ভুবনেশ্বরী নমস্তুতে ।।
উদিত ভানু অরুণ কান্তি ময়ী,
ত্রিনয়নী বর প্রসাদিনী,
বায়ুদিশ প্রহরিণী ভৈরবী রূপিণী নমস্তুতে ।।
সংসার সার ত্রিভুবণ জননী
যোগিনী যোগ মুদ্রায় নিখিল ভয় হারিণী
পশ্চিম দিশ প্রহরিণী ছিন্নমস্তা রূপিণী নমস্তুতে ।।
বিবর্ণকুন্তলা বিধবা বেশা সূর্প ধারিণী
নৈঋত দিশ প্রহরিনী ধূমাবতী নমস্তুতে ।।
পীতাম্বরা রত্নআভরণ মালাভুষিতা
রত্নবেদিকা আরোহিণী বৈরী নিধনকারিণী
দক্ষিণ দিশ প্রহরিণী বগলা রূপিণী নমস্তুতে ।।
শ্যামবর্ণা শশীশেখরা ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা
অসি অঙ্কুশ ধারিণী
অগ্নিদিশ প্রহরিণী মাতঙ্গী রূপিণী নমস্তুতে ।।

কমলারোহী অভয় দায়িনী
অমৃতসিক্ত বসনা প্রিয়দর্শিণী
অধঃদিশ প্রহরিণী কমলা রূপিণী নমস্তুতে ।।
দশ মহাবিদ্যারূপে ত্রিলোক রক্ষাকারিণী
দশদিশ প্রহরিণী
প্রণতি জানাই তোমায় জননী
কৃপা কর ওগো অভয় দায়িনী ।।

৭

চক্রধারীর সুদর্শনে খণ্ডিত হল সতীর দেহ,
সেই দেহেরই অংশ পেয়ে ভারত ভূমি ধন্য হল ।।
ভাইরে·····
এবার বলি দেবীতীর্থের অপার মহিমা
শুনলে পরে পাপ হরে
দেখা হলে মোক্ষ মেলে
এমনি মহিমা দেবীতীর্থের অপার মহিমায় ।।
দেবী রূপে শান্তি রূপে
বিরাজিতা সবার মনে
দয়াময়ীর একটু দয়ায়
সবাই তরে যায় ।।
শান্ত হবে মনেরই সব জ্বালা,
পেলে পরে দেবীর চরণ ছোঁয়া,
পুত্রহীনা পুত্র পাবে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে,
সর্ব্বরোগ নীরোগ হবে দেবীতীর্থে যেজন যাবে ।।
ভজ তারে মোক্ষ আশে
অটুট তিনি মানস পটে ।।

পরবর্তী আকর্ষণ!

শ্রীসুজাতা মুভীজ নিবেদিত

স্বর্ণ মঞ্জরী

প্রযোজনা ও সুরারোপ

রমেশ নাইডু

গীত ও সংলাপ শ্যামল গুপ্ত

ভাষান্তর পরিচালনা ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়